PRESS CLIP

==========

Publication:- Kolkata24X7.com (https://www.kolkata24x7.com/question-of-priority-of-food-security-or-health-care/)

Date: - 26th April 2020

Page :-Online

Online Panel Discussion on "Learning from Essentials" on 23rd April organized by The Bengal Chamber

খাদ্য নিরাপত্তা নাকি স্বাস্থ্য পরিষেবা ঘিরে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বণিকসভার আলোচনায়

By **Bengali Desk** - April 26, 2020

কলকাতা: দেশজুড়ে লকডাউনের ৩০ দিন কেটে গিয়েছে। এই সময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মানুষ দু'টি জিনিসের গুরুত্বের কথা বুঝতে পেরেছেন, স্বাস্থ্য এবং খিদে। এই দুই জিনিস সমাজের জন্য যেন

অপরিহার্য। বেঙ্গল চেম্বার আয়োজিত 'লার্নিং ফ্রম এসেনশিয়ালস' শীর্ষক সভায় এমনই মত উঠে এল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, পরিষেবা এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় রেখে কোভিড–সঙ্কট মোকাবিলায় এই উদ্যোগ নিয়েছিল বণিকসভা।

সভা জানাল, কোভিড–১৯ আমাদের বড়সড় শিক্ষা দিল। এর থেকে বাঁচার উপায় হল টিকা। দেশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এখনও বিশেষ জোর দেয়নি। আমাদের মধ্যে এই প্রশ্ন রয়েছে, স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ না সম্পদ? তবে এই মহামারি সেই ধারনা বদলে দিয়েছে। জিনিস কেনার আগে কোনটা জরুরি সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বেঙ্গল চেম্বারের মনোনীত সভাপতি দেব এ মুখার্জি বলেন, 'কঠিন এই পরিস্থিতি সামলাতে আমাদের আরও বেশি পরিকল্পনার দরকার ছিল। পরবর্তী কালে এমন অবস্থা আরও কঠোর ভাবে সামাল দিতে আমাদের সবাইকে তৈরি থাকতে হবে। সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। বিশ্বের সব দেশের মধ্যে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দরকার। বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আরও এগিয়ে আসবেন।'

এই মহামারির ফলে অর্থনীতি বিরাট প্রভাবিত হবে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্র এর ফলে নিজেদের কাজে বদল আনবে। লকডাউন পর্বে বিভিন্ন সংস্থা ডিজিটাল মঞ্চকে কাজে লাগাচ্ছে। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ডিজিটাল মঞ্চ, ডিজিটাল পদ্ধতির প্রসার আরও বাড়বে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বদল আসছে। ডেলিভারি দেওয়ার মডেল যার অন্যতম উদাহরণ বলা যেতে পারে।

ইন্ডোফিল ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, বেঙ্গল চেম্বারের কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন কমিটির কো–চোয়ারাপার্সন জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'লকডাউনে দেখা গিয়েছে, আরও ভাল ভাবে শহরে কৃষিপণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় বাজারে সেগুলি বিক্রি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সবজি, সুপুরি, ফুল। গ্রামাঞ্চল থেকে সেগুলি শহরে পাঠানো হয়েছে। কোনও সমস্যা হলে সেগুলি স্থানীয় প্রশাসন তা সমাধানে ব্যবস্থা নিয়েছে। বিভিন্ন এফপিও, এফসিপি–র সঙ্গে সুফল বাংলা কলকাতা এবং শহরাঞ্চলে সবজি পাঠাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'এর পাশাপাশি ফসল বোনা এবং চাষ করার নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে। এই কাজে কৃষকদের মাঠে যেতে হবে। এখানে তো বাড়ি থেকে বসে কাজ করা সম্ভব নয়। কৃষি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি জিনিসের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

এর মধ্যে রয়েছে কর্মী, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার এবং অর্থের সমস্যা। চাষবাসের কাজে ক্ষেতমজুর, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বীজ নিয়ে যাওয়া একটা বড়সড় সমস্যা। তবে মালগাড়ির ব্যবস্থা করে সরকার সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।' তিনি আরও বলেন, 'খরিফ মরশুমে সারের জোগান দেওয়াটা একটা বড়সড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কীটনাশক তৈরির উপাদান আসে চিন থেকে। তা আনা বন্ধ রয়েছে। কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে। এর সঙ্গে ডিজিটাল ব্যবস্থা যুক্ত হচ্ছে। ই–মান্ডিতে কৃষিপণ্যের বিপণন সহজতর হয়ে উঠবে। কৃষকদের কোভিড–বিমা দেওয়ার দরকার। প্রিমিয়ামের বেশিরভাগ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার।' তাঁর বক্তব্য, 'অন্য ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে কৃষির ফারাক আছে।

কৃষির অনেক জিনিস মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। চটকল বন্ধ। তাই কৃষিপণ্য রাখা এবং পাঠানোর জন্য ব্যাগের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বীজ তৈরি, সেগুলি রাখার ব্যবস্থায় বড়সড় বদল আসতে চলেছে। আগামীদিনে অয়্যারহাউজগুলি এ কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আর গাছকে রক্ষাকারী উন্নত রাসায়নিক তৈরির ক্ষেত্রে দেশকে আরও জোর দিতে হবে। কৃষকদের ব্যাপারে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।' বেঙ্গল চেম্বারের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক রবীন চক্রবর্তী বলেন, কোভিড–১৯ দেখিয়ে দিল পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কতটা দরকারি।

এগুলিই সমাজের জন্য প্রধান দু'টি জিনিস। কোভিড নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয় দূর করতে তাঁদের আরও জানাতে হবে। কী করা দরকার এবং কী নয়, সে ব্যাপারে তাঁদের আরও সচেতন করতে হবে। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাটা কতটা দরকারি, তা আরও বেশি করে মানুষকে বোঝাতে হবে। সমাজের জন্য এই কাজ আমাদের করতে হবে। যাঁরা কাজেকর্মে বেরোন, তাঁরা যেন মাস্ক, গ্লাভস ব্যবহার করেন।

একই সঙ্গে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলাটাও দরকারি। এমন করলে সচেতনতা আরও বাড়বে। যাঁরা মাঠেঘাটে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যেও সচেতনতা আরও বাড়বে। সংক্রমণ কমানো যাবে। কৃষকদের ফসল বিমা অবশ্যই দরকার। কোভিড সামলাতে, সুস্থ ভাবে বাঁচতে গোষ্ঠী–সচেতনতা দরকার। প্রান্তিক অঞ্চলের কৃষকদের চিকিৎসা পরিষেবায় টেলি–মেডিসিন, অনলাইন পরামর্শ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'